



355960 - তালাক্বপ্রাপ্তা নারী স্বামীর সম্মততিে স্বামীর বাসার বাইরে ইদ্দত পালন করার হুকুম?
তালাক্ব দয়ার আগে থেকেই স্ত্রী অন্যত্র থাকলে ইদ্দত পালন করার জন্য স্বামীর বাসায় ফরিতে আসা
কি আবশ্যক?

প্রশ্ন

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে তালাক সংঘটিত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী কিতার ছলেতে বাসায় ইদ্দত পালন করতে পারবে? উল্লেখ্য, স্ত্রীর হায়যেরে বয়স অতিক্রান্ত। যহেতে তনি বৃদ্ধা। তনি দীর্ঘ দিন আগে থেকে স্বামীর বাসায় থাকেনে না। বরং ছলেতে সাথে থাকেনে; ছলেতে যখনে যাক সখেনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রাজঈ তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর স্বামীর বাসা থেকে স্বামীর অনুমতক্রমে অন্যত্র স্থানান্তরতি হওয়া

রাজঈ তালাক্বেরে ইদ্দত পালনকারী নারীর স্বামীর বাসায় থাকা আবশ্যক। স্বামীর বাসা থেকে বেরে হওয়া নাজায়যে এবং স্বামীও তাকে তার বাসা থেকে বেরে করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তাদরে সন্তুষ্ট কিংবা তালাক্বেরে পর স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অনুমত দিয়ো ধরতব্য নয়। কনেনা স্বামীর বাসায় থাকা এটি আল্লাহর অধিকার।

বাদায়টে সানায়টে গ্রন্থে (৩/২০৫) বলেন:

“আল্লাহ তাআলার বাণী: ‘তোমরা যখনে বাস কর তাদরেকও সখেনে বাস করাও’। বাস করানোর নরিদশে দয়োটা বেরে করে দয়ো ও বেরে হয়ে যাওয়া থেকে নিষিধোজ্জা। কনেনা রাজঈ তালাক্বেরে পরও সয়ে নারী তার স্ত্রী। যহেতে সবদকিরে বিচেনা থেকে বিবাহেরে মালকিনা বহাল রয়ছে। তাই তালাক্বেরে পূর্বেরে অবস্থার মত তার জন্য বেরে হওয়া বধৈ নয়। কনিতু তালাক্বেরে পরে স্বামী বেরে হওয়ার অনুমত দিলিও স্ত্রীর জন্য বেরে হওয়া জায়যে হবে না; তালাক্বেরে পূর্বেরে অবস্থার সাথে এটাই ব্যতক্রম। কনেনা তালাক্বেরে পরে বেরে হওয়ার নিষিধোজ্জা ইদ্দতেরে কারণে। আর ইদ্দতেরে মধ্যে আল্লাহর অধিকার রয়ছে। যা স্বামী বাতলি করার অধিকার রাখে না। কনিতু তালাক্বেরে পূর্বেরে অবস্থা এর ব্যতক্রম। কনেনা সখেনে সেই নিষিধোজ্জা খাসভাবে স্বামীর অধিকারেরে সাথে সম্পৃক্ত। তাই স্বামী বেরে হওয়ার অনুমত দিয়িে নিজেরে প্রাপ্য অধিকারকে



বাতলি করতে পারেনে।”[সমাপ্ত]

আল-ফাওয়াকহে আদ-দানি (২/৯৮)-তে বলেন: “ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য জায়যে নয় (অর্থাৎ হারাম) তার ঘর থেকে বেরে হওয়া; যে ঘরে সে ইদ্দতের পূর্ব থেকে ছিল। বরং মৃত্যুর পূর্বে কিংবা তালাক্বের পূর্বে যদি স্বামী স্ত্রীকে অন্যত্র স্থানান্তর করে এবং এ স্থানান্তরকে ক্ষত্রে স্বামীকে অভিযুক্ত করা যায়: তাহলে স্ত্রীর উপর ফরত যাওয়া আবশ্যিক। কিংবা মৃত্যুর পূর্বে বা তালাক্বের পূর্বে অন্যত্র থাকলে...।

খলিল বলেন: পূর্বে যেখানে থাকত সেখানেই থাকবে। যদি স্বামী স্ত্রীকে স্থানান্তর করে এবং এতে স্বামীকে অভিযুক্ত করা যায় কিংবা অন্যত্র থাকে তাহলে স্বামীর ঘরে ফিরে আসবে।[সমাপ্ত]

ক্বালযুবী ও আমরির রচনা টীকাগ্রন্থে (৪/৫৬) আছে: “বচ্ছদেরে সময় যে ঘরে ছিল সে ঘরেই থাকবে। স্বামী বা অন্য কারো তাকে বেরে করে দেয়ার অধিকার নাই। আর সে নিজের ঘর থেকে বেরে হয়ে যাবে না। যদি কোন প্রয়োজন ছাড়া অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য স্বামীর সাথে ঐক্যমত করে তাহলে সেটা জায়যে হবে না। শাসকের কর্তব্য এতে বাধা দেয়া। কেননা ইদ্দতের মধ্যে আল্লাহর অধিকার রয়েছে। যা ঐ আবাসটির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘তাদেরকে তাদের ঘরসমূহ থেকে বেরে করে দিবে না এবং তারাও বেরে হয়ে যাবে না।’ ঘরগুলোকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে এদিক থেকে যে, সেগুলো তাদের আবাসস্থল। আন-নহিয়াতে বলেন: রাজঈ তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী এ ক্ষত্রে অন্য স্ত্রীদের মত।”[সমাপ্ত]

শারহু মুনতাহাল ইরাদাত গ্রন্থে (৩/২০৬) বলেন:

“রাজঈ তালাক্বপ্রাপ্তা নারী তালাক্ব প্রদানকারীর বাসায় অবস্থান করার ক্ষত্রে —শোক পালনের ক্ষত্রে নয়— বধিবা নারীর মত। এটি ইমাম আহমাদের সরাসরি উদ্ধৃতি। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাদেরকে তাদের ঘরসমূহ থেকে বেরে করে দিবে না এবং তারাও বেরে হয়ে যাবে না।” [সূরা তালাক্ব, আয়াত:২] চাই তালাক্বপ্রদানকারী তাকে বেরে হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিক কিংবা না দিক। কেননা এটি ইদ্দতের অধিকার। ইদ্দত আল্লাহর অধিকার। এই অধিকারের কোন কিছু স্বামী বাদ দেয়ার মালিকি নয়; যমেনভাবে স্বামী ইদ্দতকে বাদ দেয়ার মালিকিও নয়।[সমাপ্ত]

দুই:

রাজঈ তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর তালাক্বের পূর্বেই অন্য বাসায় স্থানান্তরিত হওয়া

যদি তালাক্বের পূর্বে স্ত্রী স্থায়ীভাবে থাকার জন্য —বড়োনের জন্য নয়— অন্য কোন বাসায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেটা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে হয়: তাহলে স্ত্রী সেখানেই ইদ্দত পালন করবে।



আর যদি সখোনে স্থানান্তর হওয়া স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে না হয়ে থাকে তাহলে তিনি স্বামীর বাসায় ফিরে আসবেন। তবে শাফয়েমিমাযহাবে: তালাক্ব দায়ের পরেও যদি অনুমতি দিয়ে তাহলে সটো আগে থেকে স্থানান্তরতি হওয়ার অনুমতি দায়ের মত হওয়ায় ফরিত হবো না।

শাফয়েমি (রহঃ) ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে (৫/২৪৩) বলেন: যদি স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে যে ঘরে থাকত সখোন থেকে তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করে; এরপর স্ত্রী সেই স্থানান্তরতি ঘরে থাকাবস্থায় স্বামী তাকে তালাক্ব দিয়ে কথিবা স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী সেই স্থানান্তরতি ঘরে ইদ্দত পালন করবনে কথিবা স্বামী যদি তাকে সখোনে স্থানান্তরতি হওয়ার অনুমতি দিয়ে...।

তিনি আরও বলেন: স্বামী তাকে নরিদষ্টি কোন ঘরে স্থানান্তরতি হওয়ার অনুমতি দিকি কথিবা বলুক যে, তুমি যখোনে ইচ্ছা সখোনে স্থানান্তরতি হও কথিবা স্ত্রী অনুমতি ছাড়াই স্থানান্তরতি হয়ে যায় পরবর্তীতে স্বামী তাকে ঐ ঘরে অবস্থান করার অনুমতি দিয়ে দেয়। স্ত্রীর ইদ্দত পালনের ক্ষত্রে এই সকল অবস্থা সমান।

তিনি আরও বলেন: আর যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্থানান্তরতি হয়; এরপর স্বামী তালাক্ব দায়ের আগে কথিবা মৃত্যুর আগে আর কোন অনুমতি ইস্যু না করনে তাহলে স্ত্রী স্বামীর সাথে যে বাসায় থাকতনে সে বাসায় ফিরে এসে ইদ্দত পালন করবনে।”[সমাপ্ত]

‘তুহফাতুল মুহতাজ’ গ্রন্থে (৮/২৬৪) বলেন: “হ্যাঁ; স্ত্রী স্থানান্তরতি হওয়ার পর স্বামী যদি তাকে সখোনে অবস্থানরে অনুমতি দিয়ে তাহলে সটো অনুমতি নিয়ে স্থানান্তররে মত।”

শারওয়ানরিচতি ‘তুহফাতুল মুহতাজ’-এর টীকা-গ্রন্থে এসছে: “‘আর-রওয়’ ও এর টীকা-গ্রন্থরে ভাষ্য এই মরমে সুস্পষ্ট যে, তালাক্ব ও মৃত্যু দ্বিতীয় ঘরে স্থানান্তরতি হওয়ার পরে এবং অনুমতিপ্রদান এ দুটোর পরে সংঘটিতি হওয়া ধরতব্য।

গ্রন্থকাররে কথা: সটো যনে অনুমতি নিয়ে স্থানান্তররে মত: অর্থাৎ স্ত্রী দ্বিতীয় ঘরে ইদ্দতপালন করা ওয়াজবি।”[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “যদি স্বামী তাকে অন্য কোন বাড়ীতে কথিবা অন্য কোন শহরে স্থানান্তরতি হওয়ার অনুমতি দিয়ে এবং স্ত্রী স্থানান্তরতি হওয়ার পর স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী যাই ঘরে রয়ছেনে সেই ঘরে ইদ্দত পালন করা তার জন্য অনবিার্য। কেননা সটোই তার বাসা। চাই মালামাল স্থানান্তররে আগে স্বামী মারা যাক কথিবা পূর্বে মারা যাক। কেননা সটোই স্ত্রীর বাসস্থান; যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ত্রী সখোন থেকে অন্যত্র স্থানান্তরতি হয়।”[আল-মুগনী (৮/১৬৯) থেকে সমাপ্ত]

আরও দেখুন: আল-ইনসাফ (৯/৩০৯)

পূর্ববোক্ত আলোচনার আলোকে প্রশ্নকারী বনে যদি তালাক্বরে পূর্বে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ছলেরে বাসায় স্থানান্তরতি হন তাহলে তিনি তার ছলেরে বাসায় ইদ্দত পালন করা ওয়াজবি।



আর যদি স্বামীর অনুমতি না নিয়ে স্থানান্তরিত হন তাহলে স্বামীর বাসায় ফিরে যাওয়া ও সেখানে ইদ্দত পালন করা আবশ্যিক। তবে যদি স্বামী তাকে তার ছেলেরে বাসায় ইদ্দত পালন করার অনুমতি দেন; যখনে তিনি স্বামীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া স্থানান্তরিত হয়েছিলেন; তাহলে সেটা হতে পারে।

তিনি তিনি মাস ইদ্দত পালন করবেন। কেননা হায়যেরে বয়স অতিক্রান্ত নারীর ইদ্দত তিনি মাস।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।